আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ২৪ | জুন ২ সপ্তাহ, ২০২০ঈসায়ী



সূচী



হত্যার প্রতিবাদে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভ, এক মেয়ে শিশুর সাথে ইসরায়েলী সৈন্যদের বর্বর আচরণ।

দখলদার ইসরাইলী বাহিনী ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর বর্বর আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে। এবার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করায় এক মেয়ে শিশুকে চুল ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি সন্ত্রাসী বাহিনী। গত সপ্তাহে বিনা কারণে ইয়াদ হাল্লাক নামে এক মুসলিম প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা করেছে সন্ত্রাসী ইসরাইলী সেনারা। খোদ ইসরায়েলি বাহিনী স্বীকার করেছে শিশুটি নির্দোষ ছিলো।

এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ-মিছিল করেন ফিলিস্তিনি মুসলিমরা। প্রতিবাদে অংশ নেয় ছোট ছোট শিশুরাও। শিশুমনের আবেগ আর ভালোবাসা বুকে নিয়ে নিজেদের খেলারসঙ্গীর হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিলো ওরা। কিন্তু সন্ত্রাসী ইসরায়েলি সৈন্যদের নির্মমতা থেকে রেহাই পায়নি ছোট্ট শিশুরাও। প্রতিবাদরত এক মেয়ে শিশুকে চুলে ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় এই সন্ত্রাসীরা। বার্তাসংস্থা ডকিউমেন্টিং অপ্রেশন এগেনেইস্ট মুসলিম এর প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে।

অন্যদিকে ইসরায়েলী প্রতিবেশীর আক্রমণে মারাত্মক আহত হয়েছেন ১০ বছর বয়সী মারইয়াম ইয়াসির নাজিব নামে এক মুসলিম শিশু। এতে শিশুটির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্বর সন্ত্রাসী সৈন্যদের সাথে এবার দখলদার ইসরায়েলের সাধারণ নাগরিকরাও মুসলিম নিধনযজ্ঞে অংশ নিয়েছে।

এহেন পরিস্থিতিতে ফিলিস্তিনিদের জাতীয়তাবাদের পতাকা ছুঁড়ে ফেলে নববি জিহাদের কালিমাখচিত ঝাণ্ডা হাতে নেয়ার আহ্বান হকপন্থী আলিমদের। একমাত্র জিহাদই পারে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সনদ রচনা করতে।

কাশ্মীর

করোনা মহামারীতেও থেমে নেই হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় প্রশাসনের আগ্রাসন, ২ সপ্তাহে ২৬ কাশ্মীরে গুলি করে হত্যা।



গত রোববার থেকে সোপিয়ান এলাকায় 'জঙ্গি' নিধনের নামে লাগাতার এনকাউন্টার শুরু করে ভারতীয় সন্ত্রাসীরা। ওইদিন সোপিয়ানের জৈনপোরা এলাকায় সন্ত্রাসীবাহিনীর এনকাউন্টারে ৫ মুক্তিকামী নিহত হন। এর ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই পিঞ্জোরা এলাকায় ৪ মুক্তিকামীকে গুলি করে হত্যা করেছে মালাউন সৈন্যরা। বুধবারেও এই ধারা অব্যাহত ছিলো। এ নিয়ে গত ৪ দিনে ১১ মুক্তিকামীকে হত্যা করছে ভারতীয় সেনারা।

করোনা মহামারীতেও কাশ্মীরে থেমে নেই ভারতীয় আগ্রাসন। গত কয়েক মাসে কথিত 'জঙ্গি' দমনের নামে অভিযান চালিয়ে অসংখ্য মুক্তিকামী ও সাধারণ মুসলিমকে হত্যা করেছে মালাউন মোদি সরকার। বুধবার সোপিয়ানে ফের ভারতীয় মালাউন সৈন্যদের গুলিতে ৪ মুক্তিকামী নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে গেলো ২ সপ্তাহে ২৬ জন মুক্তিকামী কাশ্মীরিকে হত্যা করলো হিন্দুত্ববাদী বাহিনী।



পাকিস্তান

পাকিস্তানে মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদিনের সফল হামলা, হতাহত ৩৮ সন্ত্রাসী মুরতাদ সৈন্য

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিকে তালেবান ও হিজবুল আহরার এর মুজাহিদিন দীন প্রতিষ্ঠার চলমান লড়াইয়ে দুর্নিবার এগিয়ে চলছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গেলো সপ্তাহে মুজাহিদিনরা পাকিস্তানী মুরতাদ সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এর মধ্যে মুজাহিদদের পরিচালিত দুটি পৃথক অভিযানে দেশটির মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ ২ পুলিশ অফিসার ও এক কর্নেলসহ মোট ১১ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ১০ শত্রুসেনা। গত ৩১ মে ও ৬ জুন রাজধানী ইসলামাবাদে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর একটি গাড়িও ধ্বংস হয়েছে।

একইভাবে তেহরিকে তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর অপর দুটি পৃথক স্নাইপার ও বোমা হামলায় ৫ মুরতাদ সেনাসদস্য নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অন্তত ১০। গতো ৬ জুন বাজুর এজেন্সী ও ওয়াজিরিস্তানে এই হামলা চালানো হয়েছে।





চীনে মুসলিমদের সংস্কৃতি ধ্বংসের ঘৃণ্য পাঁয়তারা, কালচারাল জেনোসাইড বলছেন বিশ্লেষকেরা

মুসলিমদের জীবনাচার থেকে ইসলামি চেতনা ও সংস্কৃতিবোধ চিরতরে মুছে ফেলতে সর্বশক্তি ব্যয় করছে চীন প্রশাসন। একের পর এক হেন পদক্ষেপের দ্বারা মুসলিমদেরকে চীনা অপসংস্কৃতির অনুশীলনে বাধ্য করা হচ্ছে। বার্তাসংস্থা ডকুমেন্টিং অপরেশন এগেনেইস্ট মুসলিম এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উইঘুর ও জিনজিংয়ের মুসলিমদের বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনেকে স্টেজে প্রকাশ্যে চুমু খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলিম কমিউনিটির মধ্য থেকে লজ্জাবোধ উঠিয়ে দেয়ার কল্পে এহেন ঘৃণ্য পাঁয়তারা চালাচ্ছে বর্বর চীন সরকার।

এছাড়াও মুসলিম মেয়ে শিশুদের নাস্তিক কমিউনিস্ট লিডারদের প্রশংসায় গান গাইতে বাধ্য করা হচ্ছে। এহেন কাজে অস্বীকৃতি জানালে চালানো হয় ভয়ঙ্কর নির্যাতন।

অপরদিকে সম্প্রতি জিনজিয়াংয়ে একটি মাসজিদ ভেঙে ধ্বংস করে দিয়েছে চীনা বর্বর সৈন্যরা। চীনের এসব কর্মকাণ্ডকে কালচারাল জেনোসাইড হিসেবে অভিহিত করেছেন এথনিসিটি গবেষকগণ।

ভারত

মুসলিম গণহত্যার চার্জশিটে নেই বিজেপি নেতাদের নাম, দোষী করা হলো খোদ মুসলিমদেরকেই

গতো ফেব্রুয়ারি মাসে সংঘটিত দিল্লির মুসলিম গণহত্যার ঘটনায় চার্জশিট পেশ করেছে ভারতীয় পুলিশ। গণহত্যার পেছনে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের প্রকাশ্য মদদ ও সমর্থন থাকলেও চার্জশিটে কোনো বিজেপি নেতার নাম উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ওই সমহ বিজেপির এমপি-মন্ত্রীরা একের পর এক সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে হিন্দু জনসাধারণকে লেলিয়ে দিয়েছিলো মুসলিম নিধনে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে খোদ মুসলিমদেরকেই আসামি করা হয়েছে মুসলিম গণহত্যায়। বিতর্কিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যেসব মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষার্থীরা সোচ্চার ছিলেন পুরো চার্জশিট সাজানো হয়েছে তাদের নাম দিয়ে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে হিন্দুত্ববাদী মোদি সরকার মুসলিম বিরোধী নাগরিকত্ব আইন পাশ করে। এ সময় দিল্লীসহ ভারতজুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করেন সংখ্যালঘু মুসলিমরা। আন্দোলনকালীন একের পর এক জঘন্য বক্তব্য দিয়ে যায় বিজেপি নেতারা। ছড়িয়ে দেয়া হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। এ সময় গেরুয়া সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের ঘরে ঘরে ঢুকে

হামলা-লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। দিল্লীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি প্রান্তিক এলাকায় একযোগে ৫৩ জন মুসলিমকে হত্যা করে উগ্র হিন্দুরা।

সম্প্রতি ওই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে পুলিশ। চার্জশিটে এই গণহত্যার ঘটনাপ্রবাহের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে সেখান বিজেপি নেতাদের নাম উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাদ দেয়া হয়েছে। কথিত এই তদন্তে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে খোদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে। তদন্তের পুরো স্ক্রিপ্ট সাজানো হয়েছে বিজেপির পলিসি-রুটম্যাপ অনুযায়ী। গণমাধ্যমে দেয়া সাক্ষাৎকারে সাংবাদিক ও অ্যাক্টিভিস্ট সারা নাকভিও বলেন, 'মিডিয়ার ন্যারেটিভ যেভাবে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের দেশদ্রোহী হিসেবে চাউর করেছে – দিল্লি পুলিশও ঠিক সেই লাইনেই তদন্ত করেছে।'

শাম

শামে রাশিয়া ও নুসাইরী শীয়াদের উপর আল কায়েদার তীব্র হামলা, ইরানি কমান্ডারসহ অসংখ্য কুফফার হতাহত



আল-কায়েদা সিরিয়ান ভিত্তিক শাখা তানযিম হুররাস আদ-দ্বীনের নেতৃত্বাধীন অপারেশন টিম ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন এর মুজাহিদিন দখলদার রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরী শিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান শুরু করেছেন। গত ৮ জুন হতে সিরিয়ার ইদলিব, হামা ও আলেপ্পো শহরে এই অভিযান শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে মুজিহিদিনরা সাহলুল-ঘাব অঞ্চলের তানজার ও আল-ফাতাতীর নামক দুটি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।

এসব অভিযাবে এখন পর্যন্ত ইরানের শিয়া বাহিনীর ১ কমান্ডারসহ কয়েক ডজন শত্রুসেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেক। এছাড়াও মুজাহিদিনের হাতে এক ইরানি শিয়া সেনা অফিসার বন্দী হয়েছে। হামলার ফলে মুজাহিদিনরা বেশ কিছু আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র গনিমত লাভ করেছেন। এমনিভাবে অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন এর মুজাহিদিন আরো কিছু তীব্রমাত্রার অভিযান চালিয়ে ইদলিব শহরের জাবাল-জাওয়্যাহ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে জানা গেছে।
ইদলিবের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠের অঞ্চলগুলোতে মুজাহিদদের পরিচালিত এই অভিযানে অনেক সংখ্যক কুফাফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে। অভিযানের ফলে বেশ কিছু অস্ত্র ও গোলাবারুদ মুজাহিদিনের হস্তগত হয়েছে। মুজাহিদিনরা বর্তমানে সাহলুল-ঘাব অঞ্চলে কুফ্ফার বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত অন্য দুটি গ্রামের উপকন্ঠে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন। অভিযান চলছে আলেপ্পো শহরেও।
নতুন এই অভিযান সম্পর্কে ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন অপারেশণ টিম জানিয়েছে, দখলদার রাশিয়া-ইরান ও নুসাইরী বাহিনীর বোমা হামলার প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুজাহিদিনরা এই অভিযান সিরিজ শুরু করেছেন।





খোরাসান

খোরাসানে মুজাহিদিনের হামলায় মুরতাদ কাবুল বাহিনীর চার শতাধিক সৈন্য হতাহত, নতুনকরে ৮৭ কাবুল সেনার আত্মসমর্পণ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন গতো সপ্তাহে মুরতাদ বাহিনীর উপর প্রায় শতাধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এসব হামলায় অন্তত ৪ শতাধিক মুরতাদ সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কাবুল প্রশাসন।

অন্যদিকে গেলো সপ্তাহে মুজাহিদদের হাতে কাবুল প্রশাসনের আরো ৮৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য আত্মসমর্পণ করেছেন। এদিকে কাতারে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজনৈতিক মুখপাত্র মুহাম্মাদ সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ এক বার্তায় জানিয়েছেন, চুক্তি অনুযায়ী কাবুল প্রশাসন যদি ৫ হাজার তালেবান বন্দীর মুক্তি নিশ্চিত করে, তবে মুজাহিদগণ এক সপ্তাহের মধ্যেই আন্ত:আফগান সংলাপে বসতে প্রস্তুত রয়েছেন।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় আল কায়েদার হামলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ ৬৮ শত্রুসৈন্য হতাহত

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন গত সপ্তাহজুড়ে সোমালিয়ায় দখলদার ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৮টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। শাহাদাহ্ নিউজ এজেন্সীর বরাতে জানা যায়, এসব হামলার মধ্য হতে রাজধানী মোগাদিশুতে পরিচালিত ৪ হামলাতেই নিহত হয়েছে ১ গোয়েন্দা সদস্য ও ৩ উচ্চপদস্থ অফিসারসহ ৭ সেনা সদস্য। মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় মুরতাদ বাহিনীর বেশ

কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর অস্ত্র ভর্তি একটি সামরিক ট্রাক।

এছাড়াও আফজাওয়্রী শহরে মুজাহিদদের অপর এক হামলায় ১ মুরতাদ সেনা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ২ শত্রুসেনা। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ২টি মোটরবাইক বিধবস্ত হয়েছে।

এদিকে গত সপ্তাহে বাইবুকুল প্রদেশে মুজাহিদগণ সর্বাধিক সফলতম একটি অভিযান পরিচালনা করেছেন। দীর্ঘ ৭ ঘন্টার এই লড়াইয়ে ৪ উচ্চপদস্থ অফিসারসহ ১৯ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ৩৫ এর বেশি শত্রুসেনা। হামলায় মুরতাদ বাহিনীর ৫টি সামরিক যান ও বিপুল পরিমাণ রসদ ধ্বংস হয়েছে। এসময় মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনীর ঘাঁটি হতে অগণিত যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন। একই প্রদেশের বাইদাওয়ে শহরে মুজাহিদদের অন্য একটি হামলায় সোমালিয় মুরতাদ গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ এক অফিসার নিহত হয়েছে।

অপরদিকে ক্রুসেডার উগান্ডান ও ইথিওপিয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধেও প্রায় ৭টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন মুজাহিদিন। হামলায় ক্রুসেডারদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিসহ বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়েছে। এছাড়াও সোমালিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ কেনিয়াতে ক্রুসেডার বাহিনীর সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে বেশ কয়েকজন ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

